মেহেরপুর ক্লিনিকে রোগী মৃত্যুর ঘটনায় ৫ সদস্যর তদন্ত কমিটি গঠন

‘মেহেরপুর ক্লিনিক’ নামে একটি বেসরকারি হাসপাতালে জরায়ু টিউমার অপারেশ করতে গিয়ে নাসিমা খাতুন (৬০) এক নারীর মৃত্যু হয়েছে।

গত রবিবার রাত ৯টার দিকে ক্লিনিকের অপারেশন টেবিলেই রোগীর মৃত্যু হয়। নিহত নাসিমা খাতুন গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের আব্দুল মজিদের স্ত্রী।

এ ঘটনায় নাসিমা খাতুনের স্বজনরা ক্ষুব্ধ হয়ে ক্লিনিকে হামলা চালিয়ে ক্লিনিক মালিক ডা. মিজানুর রহমান ও তাঁর ছেলে এনেসথেসিস্ট ডা. অভিকে বেদম মারধর করে। এর মধ্যে এনেসথেসিস্ট ডা. অভিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় পরে নিরাপত্তার স্বার্থে তাকে অন্যত্র নেওয়া হয়েছে। এদিকে, এ ঘটনা জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ৫ সদস্যর তদন্ত কমিটি গঠণ করেছে।

জানা গেছে, গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের আব্দুল মজিদের স্ত্রী নাসিমা খাতুনের জরায়ু টিউমারের অপারেশ করার জন্য মেহেরপুর ক্লিনিকের মালিক ডা. মিজানুর রহমানের সাথে ২৫ হাজার টাকায় চুক্তি করে তার ছেলে নাজমুল হুদা। চুক্তি মোতাবেক তার মাকে বিকালে মেহেরপুর ক্লিনিকে ভর্তি করে। ডাক্তারের কথা মত দুই ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করে দেয় এবং অগ্রিম ৬ হাজার টাকা প্রদান করে। রাত ৮টার দিকে নাসিমা খাতুনকে অপারেশন থিয়েটারে নেয় ক্লিনিকের স্টাফরা। সেখানে ডা. মিজানুর রহমান অপারেশ করেন এবং তাঁর ছেলে এনেসথেসিস্ট ডা. অভি সহযোগী হিসেবে ছিলেন। এর কিছুক্ষণ পর অপারেশ টেবিলেই রোগী মারা যায়। এ ঘটনায় রোগীর স্বজনরা ক্ষুব্ধ হয়ে চিকিৎসকের উপর হামলা চালায় । এতে এনেসথেসিস্ট ডা. অভি গুরতর আহত হয়। তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে নিরাপত্তার স্বার্থে তাকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। খবর পেয়ে রোগীর লোকজন গ্রাম থেকে গিয়ে পুনরায় ক্লিনিকে হামলা চালানোর চেষ্টা করে। তাৎক্ষণিক সেনাবাহিনীর একটি টিম গিয়ে বিক্ষুব্ধদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।
এদিকে খবর মেহেরপুরের সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, বিএনপি নেতা অ্যাড.

মারুফ আহমেদ বিজন ঘটনাস্থলে পৌছে রোগীর লোকজনকে শান্ত করেন।

নাসিমা খাতুনের ছেলে নাজমুল হুদা জানান, তার মায়ের জরায়ু টিউমারের অপারেশ করার জন্য রাত ৮টার দিকে অপারেশন থিয়েটারের নেন ক্লিনিকের লোকজন। কিছুক্ষণ পর, আমার মা আমাকে ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন বলে চিৎকার করতে থাকে। তাও তারা আমার মাকে ছাড়ে না। তার কিছুক্ষণ পরে জানায় রোগী মারা গেছে।

নাজমুল অভিযোগ করে বলেন, ‘আমার মাকে ওই মিজান ডাক্তার মেরে ফেললো, আমি এখন কাকে নিয়ে থাকবো।’

মেহেরপুর ক্লিনিক এর মালিক ডাক্তার মিজানুর রহমান বলেন, চিকিৎসক জীবনের শেষ বয়সে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। চিকিৎসার অবহেলা নয়, অপারেশনের পূর্ব মুহূর্তে রোগী কার্ডিয়াক এরেস্ট করায় তাকে আর বাঁচানো যায়নি।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, আমরা লাশ উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে কিছু মেডিক্যাল চেকআপ করার পর স্বজনদের আবেদনের প্রেক্ষিতে রাতেই মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে। রিপোর্ট পাওয়া গেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদ বলেন, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে (আজ) সোমবার মেহেরপুর ক্লিনিক পরিদর্শন করেছি এবং ঘটনাটি সুষ্ঠ তদন্তের জন্য সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে প্রধান করে ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এদিকে, ময়না তদন্ত ছাড়াই সোমবার সকালে নিহতের জানাজা শেষে গ্রাম্য কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে ।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে এডুকেশন

ওয়াচ গ্রুপ পুনর্গঠন সভা অনুষ্ঠিত

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধের দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে মেহেরপুরের আমঝুপিতে অনুষ্ঠিত হলো ‘কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ’ গ্রুপের পুনঃগঠন সভা। গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় এবং মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)-এর আয়োজনে মউক এর হলরুমে এই অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়।

আমঝুপি কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মউক-এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর আব্দুর রহিম, আমদহ ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ ইসমাইল হোসেন এবং বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও শিক্ষক মোঃ রুহুল আমিন।

সভায় বক্তারা গ্রামীণ পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং তৃণমূল পর্যায়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বিশেষ করে করোনা মহামারির পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের স্কুলবিমুখতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, এটি মোকাবিলায় পাড়ায় পাড়ায় সামাজিক নজরদারি ও তদারকি বাড়ানো অপরিহার্য।

বক্তারা আরও বলেন, “শিক্ষার মান উন্নয়নে শুধু সরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট নয়, স্থানীয় পর্যায়ের সচেতন নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।” পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছা: কাজল রেখা। সভায় স্থানীয় শিক্ষক, সাংবাদিক ও বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সভার দ্বিতীয় পর্বে উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে আগামী মেয়াদের জন্য আমঝুপি ও আমদহ ইউনিয়নের নতুন ‘এডুকেশন ওয়াচ কমিটি’ ঘোষণা করা হয়।

আমঝুপি ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন অধ্যাপক সাইদুর রহমান এবং সহ-সভাপতি হিসেবে আজগর আলী ও আক্তার হোসেন। আমদহ ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে কাজী রুহুল আমিন এবং সহ-সভাপতি হিসেবে

আনারুল ইসলাম ও ফারুক হোসেন দায়িত্ব পেয়েছেন।

নবগঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন যে, এই কমিটি মেহেরপুরের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনা এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে মাঠ পর্যায়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

ঋণ নিয়ে কেনা ভ্যানটি হারিয়ে মাথায় হাত গাংনীর মুছাব আলীর

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেরাইল পশ্চিমপাড়া গ্রামের মুছাব উদ্দিন ঋণ নিয়ে একটি ব্যাটারিচালিত পাখি ভ্যান কিনেছিলেন। ভ্যান চালিয়ে যা উপার্জন হতো, তা দিয়েই চলত তার সংসার। এর মধ্যেও ঋণ পরিশোধের জন্য প্রতি সপ্তাহে ১,৩০০ টাকা কিস্তি দিতে হয়।

প্রতিদিনের মতো গতকাল রোববার রাতে তিনি নিজের বাড়ির উঠানে ভ্যানটি চার্জে বসিয়েছিলেন। কিন্তু মধ্যরাতে এসে দেখেন, উঠানে রাখা ভ্যানটি নেই।

রাতেই প্রতিবেশীদের নিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করেন তিনি। তবে কোনো সমাধান মেলেনি। হতাশ হয়ে অশ্রুসিক্ত চোখে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন তিনি, যেখানে ভ্যানটি চার্জে রাখা ছিল সেই স্থানেই।

ঋণের টাকায় কেনা ভ্যানটি চোরের দল নিয়ে গেছে। এখন কিস্তি পরিশোধ করবেন কীভাবে? সংসারই বা চলবে কীভাবে এই চিন্তায় দিশেহারা মুছাব উদ্দিন।

ভ্যান চুরির ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল রোববার রাতে গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের তেরাইল পশ্চিমপাড়ায়। তিনি দাখিল উদ্দিনের ছেলে মুছাব উদ্দিন।

[redacted]

[redacted] European Union Election Observation Mission [redacted]

[redacted] Carlos Maria De Ceron y Castro [redacted] Benedetta Odorisio[redacted]

স্বামীর অধিকার পেতে শ্বশুর বাড়িতে অনশন তাজমিনার

মেহেরপুরের গাংনী থানাধীন ঢেপা গ্রামে স্বামীর অধিকার পেতে শ্বশুর বাড়ি এসে দিনভর অনশন করেছে তাজমিনা খাতুন(২২) নামের এক বধু।

গতকাল রবিবার বেলা ১১ টার দিকে ঢেপা গ্রামের আউব আলীর বাড়ীতে স্ত্রীর মর্যাদা পেতে সারাদিন অবস্থান করে ঐ পুত্রবধু। তাজমিনা গাংনী থানাধীন আজান গ্রামের আবদুল শেখের বড় মেয়ে।

অপর দিকে ছেলে মাজেদুল ইসলাম (২১) গাংনী থানাধীন ঢেপা গ্রামের আউব আলীর ছেলে।

তাজমিনা বলেন, এগারো মাস আগে মাজেদুলের সাথে তার পরিচয় হয়। তারপর থেকে ফোনে ও ম্যাসেঞ্জারে আমাদের কথা হতো। এক পর্যায়ে তারা প্রেমজ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। পাঁচ মাস আগে তারা গোপনে রাধাকান্তপুর গ্রামের এক কাজির বাড়িতে গিয়ে বিয়ে করে। এরপর স্বামী স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় রাত্রি যাপন করে। এরই মাঝে গত ১১ তারিখ থেকে মাজেদুল তার সাথে যোগাযোগ বিছিন্ন করে দেয়।

তাজমিনা আরও বলেন, মাজেদুল তার পরিবারের চাপে আমার সাথে যোগাযোগ বিছিন্ন করে বর্তমানে গা ঢাকা দিয়ে আছে। তাই আমি স্ত্রীর মর্যাদা পেতে আমার স্বামীর বাড়ীতে অবস্থান নিয়েছি। অপর দিকে ছেলের বড় ভাই আরিফ জানায়, তারা গোপনে বিয়ে করেছে বিষয় টি আমরা জানতাম না।

তাছাড়া মাজেদুলের চাইতে মেয়ের বয়স বেশি এবং মেয়েটির এর আগে বিয়ে হয়েছিলো। পূর্বের বিয়ের বিষয় টি গোপন করায় আমার পরিবার এ বিয়ে মেনে নিচ্ছে না। কিন্তু তাজমিনা জানায়, আমার সবকিছু জেনেই মাজেদুল আমাকে বিয়ে করেছে।

এ বিষয়ে রাতে স্হানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সালিসে বসলে মেয়ের

পরিবারের লোকজন না আসায় ও ছেলে আত্নগোপনে থাকায় বিষয় টি অমীমাংসিত থেকে যায়।

মেহেরপুরে জামানত হারিয়েছেন ৩ প্রার্থী

মেহেরপুরের দুটি আসনের জাতীয় পার্টির ২ জন ও সিপিবির এক প্রার্থীসহ ৩ জন জামানত হারিয়েছেন।

নির্বাচন কমিশনের বিধান অনুযায়ী, ‘কোনো সংসদীয় আসনে সংগৃহীত বৈধ ভোটের আট ভাগের এক ভাগ বা কমপক্ষে সাড়ে ১২ শতাংশ ভোট অর্জন করতে না পারলে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। সে অনুযায়ী প্রাপ্ত ফলাফলে এসব প্রার্থী নির্ধারিত সীমার নিচে ভোট পাওয়ায় তাদের জামানত হারিয়েছেন।’

মেহেরপুর-১ আসনে মোট বৈধ ভোট পড়েছে ২ লাখ ২৮ হাজার ৪১৯টি। এ আসনের জাতীয় পার্টির প্রাথী আব্দুল হামিদ ও সিপিবি প্রার্থী অ্যাড. মিজানুর রহমান জামানত হারিয়েছেন। আব্দুল হামিদ লাঙ্গল প্রতীকে পেয়েছেন ১ হাজার ৩৯০ ভোট এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) প্রার্থী অ্যাড. মিজানুর রহমান কাস্তে প্রতীকে পেয়েছেন ৭৮১ ভোট। যা বৈধ ভোটের সাড়ে ১২ শতাংশের কম।

মেহেরপুর-২ আসনে মোট বৈধ ভোট পড়েছে ১ লাখ ৮৪ হাজার ১১৯টি। এ আসেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল বাকি জামানত হারিয়েছেন। তিনি ভোট পেয়েছেন ১৮২৫। যা মোট বৈধ ভোটের সাড়ে ১২ শতাংশের কম।

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে প্রত্যেক প্রার্থীকে ৫০ হাজার টাকা করে জামানত জমা দিতে হয়। কোনো প্রার্থী মোট ভোটের আট ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ সাড়ে ১২ শতাংশ ভোট না পেলে সেই জামানত রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হয়।

মেহেরপুরের বারাদীতে পরিত্যক্ত হাইটেক জুস ফ্যাক্টরিতে আগুন

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী বাজারের অদূরে হাইটেক জুস ফ্যাক্টরির ভেতরে আগুনে পুড়ে গেছে পরিত্যক্ত জিনিসপত্র। শনিবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে হাইটেক জুস ফ্যাক্টরির ভেতরে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

বিল্ডিংয়ের ভেতর থেকে কালো ধোঁয়া বাইরে ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়রা ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

হাইটেক জুস ফ্যাক্টরিটি ২০০৬ সালে নির্মিত হয়। বছর দেড়েক চালু থাকার পর ফ্যাক্টরির মালিকের মৃত্যুর কারণে উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ সময় অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় ফ্যাক্টরি ও অফিস ভবনের দামী আসবাবপত্র, সরঞ্জাম ও মেশিনপত্র চুরি হয়ে যায়। বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে জুস ফ্যাক্টরি ভবনটি।

ফ্যাক্টরির ভেতরে অপ্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ ককশিট, শোলা ও তুলাজাতীয় দ্রব্য পড়ে ছিল। সিগারেটের আগুন থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হতে পারে বলে জানিয়েছেন দমকলকর্মীরা।

তবে কোনো আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে জানান ইউপি সদস্য কামরুজ্জামান মুকুল।

মেহেরপুরে আমবাগান থেকে যুবকের

ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরে একটি আমবাগান থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টার মধ্যে যেকোনো সময় এ ঘটনা ঘটে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

জানা যায়, জহিরুল মিয়ার ইটভাটার পশ্চিম পাশে অবস্থিত একটি আমবাগানের আমগাছের ডালের সঙ্গে গলায় রশি দিয়ে আত্মহত্যা করেন মুন্না (টাইসেল মিস্ত্রি)। তিনি মেহেরপুর পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের গোরস্থানপাড়া এলাকার সাইদুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, বিকেলের দিকে বাগানে একটি মরদেহ ঝুলতে দেখে তারা কাছে গিয়ে মুন্নাকে শনাক্ত করেন এবং দ্রুত পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহের সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে বিয়ে সংক্রান্ত হতাশা থেকে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, এ কারণেই তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নেন।

পুলিশ জানায়, পরিবারের সদস্যরা ঘটনাটিকে আত্মহত্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং এ বিষয়ে তাদের কোনো অভিযোগ নেই। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরের পিরোজপুরে ভোটারকে হুমকির অভিযোগ

মেহেরপুর জেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁঠালপোতা গ্রামে এক সাধারণ ভোটারকে ভোট কেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, বিএনপি নেতা আরিফুল ইসলাম (পিতা: আলিহিম বিশ্বাস) দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের সমর্থক সাধারণ ভোটার

ফারুক হোসেনকে (পিতা: সিরাজ) ভোটকেন্দ্রে না যেতে হুমকি দিয়েছেন।

ভুক্তভোগী ফারুক হোসেন জানান, তাকে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যাতে তিনি ভোট দিতে কেন্দ্রে না যান। এ বিষয়ে স্থানীয়ভাবে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য এখনো পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুরে শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমূখর পরিবেশে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন

মেহেরপুর জেলায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জেলার দুইটি সংসদীয় আসনের মোট ২১৩টি ভোটকেন্দ্রে একযোগে ভোটগ্রহণ চলছে। সকালে মেহেরপুর-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুন সকাল ৭টা ৫০ মিনিটে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে নিজ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। একই সময়ে জামায়াত ইসলামীর প্রার্থী তাজউদ্দীন খান ভোট প্রদান করেন।

এদিকে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সাহারবাটি চারচারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে সৃষ্ট সংঘর্ষে জামায়াতের ১৫ জন আহত হয়েছে। আহতরা হলেন, ভাটপাড়া গ্রামের জামায়াত কর্মী মোশাররফ হোসেনের ছেলে রিপন আলী (২৫), আহাজদদীনের ছেলে আনারুল ইসলাম (৫০)ইদ্রিস আলীর ছেলে আলাহাজ আলী(৪০), সাইদুল ইসলামের ছেলে সম্রাট (৩০), ভ্যানচালক ওয়ারেশ আলী(৪৫) সাহারবাটী গ্রামের বিএনপি কর্মী বক্কার আলী।

এছাড়া মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর তারানগর ভোটকেন্দ্রে সংঘর্ষ আহত হয়েছে তিন জামায়াত কর্মী। খাসমহল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে জামায়াতের ৪ কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। আহতরা অনেকেই মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্স ও মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিয়েছেন।

গাংনী সংসদীয় জামায়াত প্রার্থী নাজমুল হুদা তার কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, আমাদের ভোটারদের কোন কেন্দ্রে যেতে দিচ্ছে না বিএনপির লোকজন এবং অনেককে মারধর করেছে এতে ১৫ জন আহত হয়েছেন অনেকের কয়েকজনের অবস্থা আশংকা জনক। এ বিষয়ে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে জানানো হয়েছে তিনি বিষয়টি দেখবেন বলেছেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার (এসপি) উজ্জ্বল কুমার রায় জানান, সংঘর্ষ ও হামলার ঘটনা শোনার পরপরই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। ভোটগ্রহণ সুষ্ঠুভাবেই চলছে। সংঘর্ষের বিষয়ে আইনী ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

এদিকে সকাল পৌণে আটটার সময় মেহেরপুর-২ আসনের বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন ও জামায়াত প্রার্থী নাজমুল হুদা ভোট প্রদান করেন। ভোট প্রদান শেষে তারা দুজনে কোলাকুলি ও কুশল বিনিময় করেন।

মেহেরপুর-১ আসনের জামায়াতের সংসদ সদস্য প্রার্থী তাজউদ্দীন খান অভিযোগ করে বলেন, সকাল থেকেই মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে জামায়াত-সমর্থক ভোটারদের প্রবেশে বাধা দিচ্ছে বিএনপি সমর্থকরা।

মুজিবনগরের জয়পুর তারানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে নারী ভোটারদের বাধাপ্রদান, জামায়াতের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার চেষ্টা ও ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও জামায়াত কর্মী সমর্থকদের মধ্যে সৃষ্ট সংঘর্ষ জামায়াতের দুই কর্মী আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। তবে, খবর পেয়ে ভ্রাম্যমান টিমের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌছে জামায়াতের দুই কর্মীকে আটক করেছেন। তারা হলেন, মুজিবনগর জয়পুর গ্রামের হুজুর আলীর ছেলে শহিদুল ইসলাম ও মানিক হোসেনের ছেলে আশরাফ আলী। এরিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আটক দুজন পুলিশী হেফাজতে রয়েছেন।

এদিকে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদানে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে জেলায় দুটি আসনে বিএনপি ও জামায়াতসহ অন্যান্য দলের ৭ প্রার্থী ভোট যুদ্ধ করছেন।

এদের মধ্যে মেহেরপুর-১ (সদর-মুজিবনগর) আসনে বিএনপি প্রার্থী